

মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ

■ নাজিরপুর (পিরোজপুর) প্রতিনিধি নাজিরপুরে এক মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে জালি-জালিয়াতির ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি তথ্য গোপন করে মাদ্রাসা সুপার হয়েছেন। তা ছাড়া মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার

ফেব্রুয়ারি) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওই মাদ্রাসার পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম অভিযুক্ত সুপার মো. আ. মান্নানকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। তা ছাড়া জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা শিক্ষকের এমপিও বাতিলের

নাজিরপুর উপজেলা

স্বাক্ষর জাল করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত সুপার পটুয়াখালী সদর উপজেলা জামায়াতের নামেই আমির ও বর্তমানে রুকন বলে ওই উপজেলা জামায়াতের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

উপজেলার শেখমাটিয়া ইউনিয়নের বাকসির এসএম দারুলহুদাত দাখিল মাদ্রাসার সুপার আ. মান্নান সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে নিজের নিয়োগ গ্রহণ করেন। তিনি দাখিল মাদ্রাসার সুপার (প্রধান) পদে চাকরি নিতে তখন (১৯৯৬ সালে) দাখিল শাখায় শিক্ষকতার ১০ বছরের অভিজ্ঞতার নিয়ম থাকলেও এমন কোনো অভিজ্ঞতা তার ছিল না। ওই সুপার এর আগে বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার চরবানিয়ারী নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার ইবতেদায়ি শাখায় চাকরি করতেন। তখন তার ইনডেক্স নম্বর ছিল ৩৫৯১০৬। এ ছাড়া তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র থেকে দেখা গেছে, সব সনদই দ্বি-নকল বা ত্রি-নকল ও ঘসামাঝা ফলাফলসহ নিজ নামে কোথাও মো. আ. মান্নান আবার কোথাও শুধু আ. মান্নান রয়েছে।

ওই মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি মো. আ. হামিদ শেখ অভিযোগ করেন, তার (আ. হামিদ) স্থানে কোনো ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষা বা নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করে মাদ্রাসার পরিচালনা পরিষদের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করে একই পদে বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার বটতলা গ্রামের মো. ওয়াহেদ আলীর ছেলে মো. ইলিয়াছ হোসেনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় তখন (২০০৬ সালের ১৬

জুন) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। এ ঘটনায় তখন ওই শিক্ষকের এমপিও বাতিল হয়ে যায়। এসব বিষয়ে ওই মাদ্রাসার সাবেক সভাপতি মো. আতিয়ার রহমান চৌধুরী নামে জানান, বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছে। তবে ওই শিক্ষকের (ইলিয়াছ) নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো রেজুলেশন বা লিখিত ডকুমেন্ট মাদ্রাসার ফাইলে নেই। অভিযুক্ত সুপার মো. আ. মান্নানের সাক্ষাৎকার নিতে গেলে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বলবেন না বলে জানান।